ষষ্ঠ অধ্যায়
শব্দভাণ্ডার ও শব্দার্থ বিষয়ক আলোচনা

৬.১. প্রস্তাবনা : চলিত বাংলার মতো রবীন্দ্র চলিত গদ্যরীতির উপন্যাসগুলিতে বিভিন্ন উৎসজাত শব্দ দেখা যায়। চলিত বাংলার শব্দগুলিকে অনেক সময় বারবার ঘুরে ফিরে আসতে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের শব্দ ব্যবহারের বিশেষ প্রবণতার কথা তুলে ধরেছেন। বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস তাঁর 'রবীন্দ্র শব্দকোষ' গ্রন্থে—"রবীন্দ্রনাথের শব্দ ব্যবহারে কটি সূত্র লক্ষ্য করা যায়। পৌনঃপুনিকতা বৈচিত্র্যপ্রিয়তা, নিজন্ত প্রবণতা, প্রত্যয় প্রবণতা, উপসর্গ প্রীতি নঞ্চত্য পুরুষ ও নঞবহুব্রীতি সমাস নিস্পন্ন শব্দের প্রাচুর্য, অন্ত্যমিল, অনুপ্রাস প্রবণতা, স্ত্রীবাচকতা, পরিহাস প্রিয়তা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য সূত্রগুলির অন্যতম।"[১]

এটি রবীন্দ্র ব্যবহৃত শব্দের অন্তরঙ্গ দিক। আমরা যদি বহিরঙ্গের বিচারে শব্দগুলিকে দেখি তাহলে দেখব রবীন্দ্রনাথের শব্দভাণ্ডারের বিশালতাকে। আমরা রবীন্দ্রসৃষ্ট চলিত ভাষার উপন্যাসের শব্দগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করতে পারি।

শব্দ ভাণ্ডার

সংস্কৃত মূল	দেশি	আগন্তুক	মিশ্র
তৎসম	দ্রাবিড়	হিন্দি	
অর্ধতৎসম	অস্ট্রিক	আরবি পারসী	
		পোর্তুগিজ	
		তুর্কি	
		ইংরাজী	

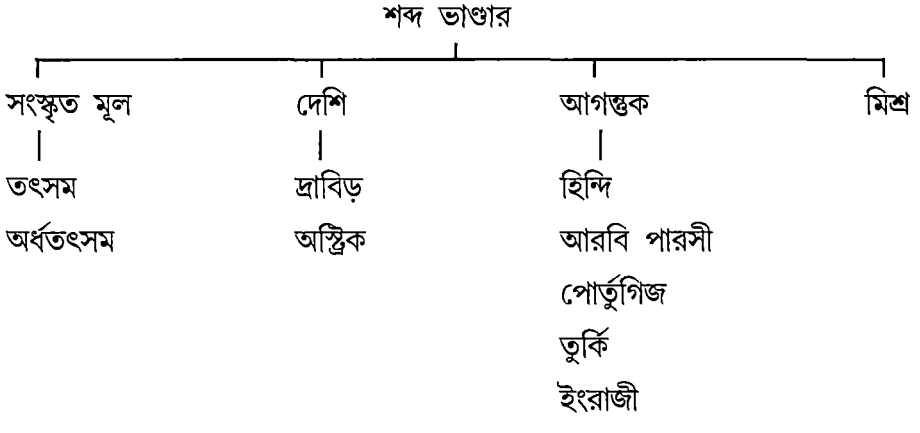

৬.২. তৎসম শব্দ : আলোচ্য রবীন্দ্র উপন্যাসগুলিতে তৎসম শব্দের প্রাচুর্য চোখে পড়ে। বিভিন্ন উপন্যাসগুলির থেকে বিভিন্ন জায়গার শব্দ নিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে প্রতি ১০০ রবীন্দ্র ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে তৎসম জাত শব্দ ১৩-১৫% বিভিন্ন উপন্যাস থেকে তৎসম শব্দের কয়েকটি নমুনা দেওয়া হল।

ঘরে বাইরে ঃ স্বামী, স্ত্রী, মন্দির, প্রাঙ্গন, সুলক্ষণা, সতীলক্ষ্মী, সুন্দরী, শান্ত, স্নিগ্ধ, গভীর, চিত্তাকাশ, অরুণরাগ রেখা, মেঘ, ব্রাহ্মমুহূর্ত, ঊষাসতী, দুর্যোগ, কণা, নষ্ট, গৌর, দীপ্তি, পুণ্য, গর্ব, রূপ ভক্তি, জীবন, স্তবগন, প্রভাত, আরম্ভ, পূজা। হৃদয়, বিধি, বিধান, নির্মল, কলঙ্ক,

প্রশস্ত, চঞ্চলতা, অরুণালোক, বক্ষ, চক্ষের মণি, শিক্ষক, অপরূপ, কাব্য সৌন্দর্য, যৌবন, কবিত্ব, পুরুষ, প্রেম, ভক্তি, মহত্ত্ব ইত্যাদি।

যোগাযোগ ঃ দীপ, পৌরাণিক, কাহিনি, অবগুণ্ঠন, পঙ্করুদ্ধকণ্ঠে, গৌরব, পৈতৃক, মধ্যম, পরিচ্ছেদ, দীর্ঘকাল, চণ্ডীমণ্ডপ বিহারী, পক্ষ, সন্ধি, ব্যক্তি, স্মৃতিরত্ন, ভঙ্গজব্রাহ্মণে, কলঙ্ক ভঞ্জন, প্রমাণ, দক্ষিণা, শক্তি, বিলুপ্ত, ক্ষোভ, পুরাতত্ত্ব, শিক্ষা, সৌভাগ্য দর্শন সুখ, বিবাহ, অভিমানী, কুলবতী, রূপবতী, গুণবতী, ধনবতী, বিদ্যাবতী, কুমারী, ভয়ংকর, কন্যাপক্ষ, ঐশ্বর্য, শষ্য, অংশ, ব্যয়, প্রতাপ, চতুর্গুণ ইত্যাদি।

শেষের কবিতা ঃ শ্রী, বৃদ্ধি, উচ্চারণ, অধস্তন, পুরুষ, পক্ষ, পৈতৃক, সম্পত্তি, সাংঘাতিক, সংঘাত। পূর্ব, মরুভূমি, দর্শন, শুভদৃষ্টি, বধূ, দক্ষযজ্ঞ, পৌরাণিক ব্যাখ্যা, পুঞ্জীভূত, স্তব্ধতা, মুহূর্ত, বর্ণচ্ছটা, অসীম, ঐকতানিক, স্বর্গীয়, অরণ্য, সৃষ্টি, অপরূপ, পাত্রী, বায়ুমণ্ডল, অনাবশ্যক, সদ্য, উপযুক্ত, চিকিৎসা, দীপ্তি, সংখ্যা, হৃদয় ইত্যাদি।

চার অধ্যায় ঃ সূচনা, বিদ্রোহ, সংসার, অন্যায়, ব্যসন, শান্তি, অবিচার, অসহিষ্ণুতা, স্বভাব, প্রবল, স্ত্রীধর্মনীতি, বাল্যকাল, দুর্বলতা, অত্যাচার, অন্নজীবী, অনুগ্রহ-নিগ্রহ, সংকীর্ণ, ক্ষেত্র, নিঃসহায়, কলুষিত, প্রভুত্বচর্চা, অন্ধ, সংকীর্ণ, পতিক্রিয়া, আকাঙ্ক্ষা, দুর্দাম, বৈজ্ঞানিক, অধ্যাপনা, যশস্বী, দক্ষতা, ক্ষতি, আবদ্ধ, স্বাধীনতা, উন্নতি, ক্ষতি, কৃতঘ্নতা, বিশ্বাস পরায়ণ, ঔদার্যগুণ, অসম্মান, উপলক্ষ, শ্রেষ্ঠ, নিষ্ফল, সহ্য ইত্যাদি।

৬.৩. অর্দ্ধতৎসম ও তদ্ভব : তৎসম শব্দের তুলনায় অর্দ্ধ তৎসম তদ্ভব শব্দের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম। প্রতি ১০০ শব্দের মধ্যে ১% এর কম। নীচে কয়েকটি নমুনা তুলে ধরা হল।

ঘরে বাইরে ঃ সিঁদুর, শাড়ি, চোখ, শামলা, ভুল, গোঁফ, ঘুচল, নাক, চাঁদ, জেদ, ছাঁচেঢালা, ন্যাকা, সাঁৎলে, নাত্‌বৌ, উড়নচণ্ডী, শাঁক শাশুড়ি। কাঁধ, গয়না, বাঁধা, ধোঁয়া, দিশি ইত্যাদি।

যোগাযোগ ঃ খোড়ো, ভদ্দোর, চোখ, বাছুর, চাটুজ্জে, মুখুজ্জে, মুচ্ছুদ্দি, চাঁদ, বাঁধ, নাক, হাত, আইবুড়ো, বোশেখ, জষ্টি, বিগড়ে, বস্‌তি, অভ্যেস, জ্যাঠামি, ছিঁড়ে, পিদ্দিম, সাতরাজ্যি, গেলাস, রোদ্দুর, অশথ, অভ্যেস, জন্ম কেঁপে।

শেষের কবিতা : স্যাকরা, ছেঁড়া, দিশি, ছাঁদ, ঝড়, রোদ্দুর।

চার অধ্যায় ঃ মাজাঘষা, ভাঁড়ার, কোমর, গুমর, শামলা, কোঁকড়া, জিজ্ঞাসা, শ্যাওলা, বেড়া, চাতুরী, কাঁটা, বেঁধা ইত্যাদি।

৬.৪. দেশিমূল : রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত দ্রাবিড় অস্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত দেশি শব্দের প্রাচুর্য খুব বেশি চোখে পড়ে না তবে প্রচলিত কথ্যশব্দ দেখা যায়। যেমন—

ঘরে বাইরে ঃ ন্যাকা, ন্যাকামি, চড়, ঢ্যাঙা, খটকা, খামকা, ল্যাঠা, ভাজ, টিটকারি, নাইতে,

সার্গী, ঝাঁটাপেটা, ভাবুনে। ঠাওরানো, টসটস করা, কুলুঙ্গি ইত্যাদি।

যোগাযোগ ঃ খিটিমিটি, ঠেলা, খাবলে, ঝাঁড়া, হেদিয়ে গেল, বিগড়ে, নাবা (স্থান), ঘেঁটে, ঠেসান দেওয়া, ভাপসা, চামচিকে, ড্যাবাড্যাবা চোখ, লটকিয়ে, ফ্যাকাশে, খোলসা করে, মুড়িসুড়ি, ফিস্‌ফিস্, নেবু, হাতড়ে হাতড়ে, ছটফট্, ফিসফিস, ছলছল, আঁকড়ি, খড়খড়, হুহু, খিটখিট্, পস্তাতে হবে। ধরকাট, হন্‌হন্, ঝল্‌মল্ হুসহুস্, ফরফর, গুমরে গুমরে ইত্যাদি।

শেষের কবিতা ঃ কমতি, ঠাটঠমকটা, ন্যাড়া, ল্যাপটানো, উড়নচন্ডী, ঠেলা, পাখার বাড়ি, ভ্যাঁংচাতে, শানিয়ে বলা, কাপড়ঝাড়া, টসটস, টানা হেঁচড়া, মাসতুতো, চোখ ঠারাঠারি, আড়হাসি, ন্যাকড়া, কেঁই কেঁই।

চার অধ্যায় ঃ চুকিয়ে, উলটেপালটে, ভড়ং, চলতি, ফালতো, ন্যাকড়া, বলা-কওয়া, উসখুস, ঝাঁকড়া-মাকড়া ইত্যাদি।

৬.৫. বিদেশী : রবীন্দ্র ব্যবহৃত বিদেশী শব্দের সংখ্যা প্রচুর। সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে ইংরাজী থেকে আগত শব্দ। কখনও অনুবাদের মধ্য দিয়ে, কখনও সরাসরি কখনও ইংরাজী উচ্চারণ বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে। ইংরাজী থেকে আগত শব্দ। কমনও অনুবাদের মধ্য দিয়ে, কখনও সরাসরি কখনও ইংরাজী উচ্চারণ বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে। ইংরাজী ছাড়া অন্যান্য ভাষা থেকে শব্দ নিয়ে তিনি অপ্রাণ শব্দভাণ্ডার পুষ্প করেছেন। কয়েকটি উদাহরণ এখানে তুলে ধরা হল।

৬.৬ ইংরাজী শব্দ

ঘরে বাইরে

ব্যাঙ্ক < Bank

পলিটিক্যাল ইকনমি < Political Economy

জর্জ < Judge

রিসীভর < Receiver

লিস্ট < List

কোম্পানী < Company

ফটোগ্রাফ < Photograph

অ্যালাপাথ < Allopathy

হোমিওপ্যাথ < Homoeopathy

শেলফ্ < Shelf

প্যুনিটিভ পুলিস < Punitive Police

ইংরেজ < Englishman / The English

ফরাসী < The French

রুশ < The Russian

জার্মান < The German

পলিটিক্স < Politics

প্রেস্টিজ < Prestige

ম্যুনিসিপালিটি < Municipality

রিয়ালিটি < Reality

আইডিয়াবিহারী (ইং Idea + বিহারী (বাং)

অ্যাফিনিটি < Affinity

ক্লাস < Class

ইস্কুল < School

ইস্কুল মাস্টার < School Master / School Teacher

ইংরিজি < English

গ্যাসপোস্ট < Gaspost

বোর্ড < Board

হোস্টেল < Hostel

আইডিয়াল < Ideal

আপিস < Office

মডারন্ < Modern

ফটোস্ট্যান্ড < Photo Stand

বাক্স < Box

আর্টিস্ট < Artist

ট্রাজেডি < Tragedy (গ্রীক)

জার্নাল < Journal

এন্ট্রার্স স্কুল < Entrance School

ইস্টিম < Stream

সায়ান্স < Science

রেজেস্ট্রি < Registry

প্ল্যান < Plan

পকেট < Pocket

পেন্সিল < Pencil

প্রেজুডিস < Prejudice

প্রাকটিস < Practice

ফারস্ট ক্লাস < First class

পিস্তল < Pistol

যোগাযোগ

এজেন্সি < Agency

ডিপোজিট < deposit

ইস্টিম < Stream

ক্রেডিট < Credit

ম্যুজিয়ম < Museum

টেলিগ্রাম < Telegram

নোটবই < Notebook

সেকেন্ড হ্যান্ড < Second hand

কার্পেট < Carpet

আপিস < Office

পার্সেন্ট < Percent

অ্যাটর্নি-আপিসের আর্টিকেল্ড হেডক্লার্ক্

ফটোগ্রাফ

পিস্তল

পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি

মেল < Mail

থিয়েটার কনসার্ট < theatre concert

ওভারসিয়র < Overseer

কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ারিং

ইম্পার্সোনাল < Impersonal

ব্যান্ড < Band

ক্যামেরা < Camera

ইনফ্লুয়েঞ্জা < Influenza

ন্যুমোনিয়া < Pneumonia

সাইক্লোন < Cyclone

কন্যাগ্যাচুলেট < Congratulate

ইস্টিশনে < Station

ল্যান্ডস্কেপ < Landscape

অ্যাসিটান্টে < Assistant

সোফা < Sofa

অ্যালবাম < Album

অ্যাকট্রেস < Actress

এসেন্স < Essence

গ্লোব < Globe

কেরোসিন ল্যাম্প < Kerosene lamp

পজিটিভিজম < Positivism

আপিস < Office

ট্রেজারার < treasurer

নোট < Note

পেনসিল < Pencil

হিস্‌টিরিয়া < Hysteria

ওয়েস্টকোর্ট < Waist Court

শেষের কবিতা

ব্যারিস্টার < Barrister

স্টাইল < Style

ফ্যাশন < Fashion

পাসমার্ক < Passmark

ওয়েটিংরুম < Waiting room

স্পেশাল ট্রেন < Special train

ডিসটিঙ্গুইশড্ < Distinguished

ডিমোক্রেসি < Democracy

পলিটিক্স < Politics

ফিলজফর < Philosopher

লয়ালটি < Loyalty

পাবলিক < Public

এভোল্যুশন < Evaluation

ন্যুর‍্যালজিয়ার < Neuraliga

রিপোর্টার < Reporter

বিল্ডিং < Building

প্রেসিডেন্সি < Presidency

পোলিটিশন < Polititian

রিসীভস্ অফ স্টোলেন প্রপার্টি < Receives of Stolen Property

টুরিস্ট < tourist

ব্রেক < Break

ডিসট্রিক্ট এঞ্জিনিয়ার < District Engineer

ড্রাইভার < Driver

পস্টারিটি < Posterity

অ্যাস্ট্রনমার < Astronomer

প্যাম্ফলেট < Pamphlet

শেলফ্ < Shelf

সেফডিপোজিট < Safe deposit

নোট < Note

টেক্সট্‌বুক < Text Book

Relativity of Names

কম্যুনাল রায়ট < Communal Riot

পাঙ্কচুয়াল < Punctual

ডেন্টিস্ট < Dentist

সাইকোলজি < Psychology

স্পেসিফিকগ্রাভিটি < Specific gravity

রেসপেকটেবল < Respectable

ট্রাজেডি < Tragedy

ক্রিটিসিজম অফ লাইফ < Criticism of life

লাইফ কমেন্টারি ইনভার্স < Live Commentary inverse

ওয়েদার রিপোর্ট < Weather Report

ইকনমিক্স < Economics

প্রোফেসারি < Professory

টেলিগ্রাফ < Telegraph

এভোল্যুশন < Evolution that much for it

জেন্টেলম্যান < Gentleman

চার অধ্যায়

বিদেশী উৎস ভাত শব্দ

সাইকোলজিস্ট < Psychologist

আপিল — ফার্সী-আপিল

য়ুরোপ — Europe

পলিটিক্যাল — Political

প্রাইভেট ক্লাস — Private Class

অ্যাপলজি — Apology

সেন্টিমেন্টাল — Sentimental

ফন্ড — Fund

ক্যাশবাক্স — Cash Box

সাব্লাইম — Sublime

ডাইনামাইট — Dynamite

রিসার্চ — Research

প্র্যাকটিক্যাল — Practical

ইম্পার্সোন্যাল < Impersonal

ফুলস্টীম < Full Stream

ফার্স্ট ক্লাস < First Class

কম্যুনাল < Communal

ট্রাজেডি < Tragedy

আর্টিস্ট < Artist

স্পাই < Spy

এক্সপ্রেসান < Expression

ডেনজরসিগ্‌ন্যাল < Danger Signal

রাইটার কনস্টেবল < Writer Constable

বাইসিক্‌ল < Bi-Cycle

রিয়ল < Real

ম্যাট্রিকুলেশনের নোট বই < Matriculation Note book

হায়ার ম্যাথামেটিক্স < Higher Mathematics

লজিক < Logic

এগ্রিকালচারাল ইকনমিক্স < Agricultural Economics

পেট্রিয়টিজম < Patriotism

নশটালজিক < Nostalgic

ইনফ্লুয়েঞ্জা < Influenza

ফাউন্টেন পেন < Fountain Pen

রেসটোরা < Restaurant

ম্যাজিস্ট্রেট < Magistrate

কমিশনার < Commissioner

পুলিশ সুপারিন্টেন্ড < Police Superintendent

হুইসল < Whistle

ক্লোরোফর্ম < Chloroform

চা < (চিনা ভাষা থেকে আগত)

৬.৭ মিশ্রশব্দ : রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছু মিশ্র শব্দ সৃষ্টি করেছেন। যেমন ঃ

ঘরে বাইরে ঃ কায়দা (বিঃ + বি), ছাঁচে-ঢালা (বাং + বাং), আইডিয়া-বিহারী (ইং + বাং), গ্যাসপোস্ট (ইং + ইং), ফটো-স্ট্যান্ড (ইং + ইং), এন্ট্রাস স্কুল (ইং + ইং), ইস্কুল

মাস্টারি (ইং + বাং) ইত্যাদি।

যোগাযোগ ঃ খালি-চোখে (বাং + বাং), বাজে-ছোঁওয়া (বাং + বাং) পাতা ঝলসানো (বাং + বাং), থিয়েটার কনসার্ট (ইং + ইং) পণ্য-নারী (বাং) ভাগ্যচক্র (বাং + বাং), হিসটিরিয়াওয়ালী (ইং + হিন্দি) গরহাজির (আরবি + পার্সী) সংসার সমুদ্র, (বাং + বাং) প্রীতি-উচ্ছাস (বাং + বাং) ইত্যাদি।

শেষের কবিতা ঃ ঠাট-ঠমকটা (বাং + বাং), ঘাড়ে-গর্দানে (বাং + বাং) সামনে-পিছনে (বাং + বাং), পিঠে + পিঠে (বাং + বাং), ফ্যাশান দুরস্ত (ইং + বা), বেদস্তর (বিদেশী উপসর্গ + বিদেশী), হাজার ক্রোশী (বাং + বাং) টার্গেট-প্র্যাকটিস (ইং + ইং), সেফ-ডিপজিট (ইং + ইং), ওয়েদার রিপোর্ট (ইং + ইং), সঙ্গ-অসঙ্গ (বাং + বাং), ইস্কুল-মাস্টারি (ইং + ইং), হেড-মাস্তারি (ঐ), মাস্টার মশায় (ইং + বা) ফারস্ট-ক্লাস (ইং + ইং) ইত্যাদি।

চার অধ্যায় ঃ ফুলস্টীম (ইং + ইং), ফার্স্ট ক্লাস (ইং + ইং) বেহিসাবী (বিদেশী + বাং), সংসারকানা (বাং + বাং) সেকেন্ড হ্যান্ড (ইং + ইং), সংসার পিজরের (বাং + বাং), ডেনজর সিগন্যাল (ইং + ইং), কানাকানি বিভাগ (বাং + বাং) এগ্রিকালচারাল ইকনমিক্স্ (ইং + ইং), দিশি-রেসটোরা (বাং + ফরাসী) ইত্যাদি।

৬.৮. অন্যান্য ভাষা জাতশব্দ

থীক — ট্র্যাজেডি

হিন্দি — দেওদার (শেঃক), শতরঞ্জ (চা), টক্কর (যো), জবরদস্ত (যো)

ইতালী — কোম্পানি,

পর্তুগীজ — পর্টুগীজ, জাপানী — জুজুৎসু

ওলন্দাজ — টেক্কা, চিনা — চা, চিনি

আরবী পারসী

ঘরে বাইরে — খামকা,
হুকুম
কসুর
শয়তান
বদনাম
তরফ
মগজ
মাল
জবরদস্তি ইত্যাদি

যোগাযোগ ঃ	বেমালুম	আনাগোনা
	খানাতল্লাসি	সরগরম
	হুজুম	নবাবি
	হাকিম	তাকিয়া
	গোমস্তা	তবিল
	বেবাক	গুজব
	মরিয়া	দলিল
	ফুরসত	
	মোক্তার	
	ইয়ারকি	
	মজলিস ইত্যাদি	
শেষের কবিতা	ওমরাও	
	বেদস্তুর	
	মোহর	
	খোদাই	
	জবাব	
	জুলুম	
	মুনসুন ইত্যাদি	
চার অধ্যায় ঃ	বেহিসাবি	
	নালিশ	
	জরুরি ইত্যাদি	

৬.৯ পরিভাষায় ব্যবহৃত শব্দ

কলিকালোচিত — < Modern Time নীলরক্তবাণ — < Blue Blooded

কব্জিঘড়ি < Wrist Watch

পুলিশের পাঁশতলা < Police Station

কানাকানি বিভাগ < Intellegence Department

নিদেনকালের ভাষা < Modern language

করপদ্ম > ভূজমৃণাল (সংস্কৃত) ইত্যাদি।

বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব চিন্তা ছিল। শব্দ নিয়ে কোন ছুঁতমার্গ তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি ভাষার স্বাভাবিকতাকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিতেন। অস্বাভাবিক শব্দ প্রয়োগ করে ভাষাকে জটিল করে তুলতে চাননি। তাঁর প্রথমযুগের উপন্যাসের ভাষা থেকে চলিত ভাষার উপন্যাসের ভাষা অনেক গতিশীল। এই ভাষাকে গতিশীল করতে তিনি

নির্বিচারে তৎসম, তদ্ভব শব্দ যেমন নিয়েছেন তেমনি আরবী পারসী ইংরাজী শব্দ ও নিয়েছেন। বাংলা শব্দতত্ত্ব (পৃ. ৭৮৯) "ভাষা শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা প্রবন্ধ এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে।

"বাংলা ভাষায় সহজেই হাজার হাজার পারসী আরবী শব্দ চলে গেছে। তার মধ্যে আড়াআড়ি বা কৃত্রিম জেদের কোনো লক্ষণ নেই। কিন্তু যে-সব পারসী আরবী শব্দ সাধারণ্যে অপ্রচলিত অথবা হয়তো কোনো-এক শ্রেণীর মধ্যেই বদ্ধ, তাকে বাংলা ভাষার মধ্যে প্রক্ষেপ করাকে জবরদস্তি বলতেই হবে। হত্যা অর্থে খুন ব্যবহার করলে সেটা বেখাপ হয় না, বাংলায় সর্বজনের ভাষায় সেটা বেমালুম চলে গেছে। কিন্তু রক্ত অর্থে খুন চলে নি, তা নিয়ে তর্ক করা নিষ্ফল।

উর্দু ভাষায় পারসী ও আরবী শব্দের সঙ্গে হিন্দী ও সংস্কৃত শব্দের মিশল চলেছে—কিন্তু স্বভাবতই তার একটা সীমা আছে। ঘোরতর পণ্ডিতও উর্দু লেখার কালে উর্দুই লেখেন, তার মধ্যে যদি তিনি অপ্রতিহত প্রভাবে শব্দ চালাতে চান তা হলে সেটা হাস্যকর বা শোকাবহ হবেই।

আমাদের গণশ্রেণীর মধ্যে য়ুরেশীয়েরাও গণ্য। তাঁদের মধ্যে বাংলা লেখায় যদি কেউ প্রবৃত্ত হন এবং বাবা মা শব্দের বদলে পাপা মামা ব্যবহার করতে চান এবং তর্ক করেন ঘরে আমরা ঐ কথাই য়ুরোশীয়কে আমরা দূরে রাখা অন্যায় বোধ করি। খুশি হব তাঁরা বাংলা ব্যবহার করলে কিন্তু সেটা যদি য়ুরেশীয় বাংলা হয়ে ওঠে তা হলে ধিক্কার দেব নিজের ভাগ্যকে। আমাদের ঝগড়া আজ যদি ভাষার মধ্যে প্রবেশ করে সাহিত্যে উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ হয়ে ওঠে তবে এর অভিসম্পাত আমাদের সভ্যতার মূলে আঘাত করবে।"[২]

রবীন্দ্রনাথের ভাবনার মতো তাঁর শব্দ ব্যবহার প্রকৃতপক্ষেই মহামানবের সাগরতীরে এসে পৌঁচেছে। শব্দভাণ্ডার বিশ্লেষণ করলে রবীন্দ্রনাথের তৎসম, ও সমাসবদ্ধ শব্দের প্রতি আকর্ষণ চোখে পড়ে। তৎসম শব্দের ও সঙ্গে অন্যান্য শব্দ যুক্ত করে রবীন্দ্রনাথ শব্দভাণ্ডার পুষ্ট করেছেন। 'ঘরে বাইরে', 'যোগাযোগ' 'শেষের কবিতা' 'চার অধ্যায়' সবকয়টি উপন্যাসে তৎসম শব্দের বাড়তি আকর্ষণ চোখে পড়ে ঠিক তেমনি তদ্ভব বা অর্ধতৎসম শব্দের ব্যবহার অনেক কম। 'ঘরে বাইরে' 'যোগাযোগ' উপন্যাসে আরবি পারসী শব্দের প্রয়োগ সুপ্রচুর তেমনি শেষের কবিতা 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে আরবি পারসী শব্দের ব্যবহার কমে এসেছে। এই দুটি উপন্যাসে ইংরাজী শব্দ প্রয়োগের প্রাবল্য লক্ষ্য করা যায়। কোলকাতায় ভদ্র, শিক্ষিত উচ্চ-মধ্যবিত্ত, মার্জিত রুচির কথ্য ভাষায় ইংরাজী মিশ্রিত কথ্য ভাষা ব্যবহৃত হয়। রবীন্দ্রনাথ সেই ধারাতেই পৌঁচেছেন তার শেষ পর্বের উপন্যাসে। তবে অন্যান্য ভাষার শব্দ ও মিশ্র শব্দের সৃষ্টি ও প্রয়োগ নৈপুণ্যে রবীন্দ্রনাথের গদ্য নিজস্বতায় পৌঁচেছে।

৬.১০ শব্দের বিশিষ্ট প্রয়োগ ঃ

কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটে। পৃথিবীর যে কোন ভাষার শব্দ ভাণ্ডার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় আর্থ-সামাজিক কাঠামো তথা জীবনবোধের পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় অনেক শব্দই প্রচলিত অর্থ পরিত্যাগ করে নতুন অর্থে প্রযুক্ত হয়। রবীন্দ্র সাহিত্যেও তার ব্যতিক্রম নয়। রবীন্দ্রনাথ বাংলা শব্দভাণ্ডার থেকে যেমন তৎসম, তদ্ভব, দেশি শব্দ সংগ্রহ করেছেন তেমনি বিদেশী শব্দভাণ্ডার থেকে শব্দচয়ণ করেছেন। আবার কোথাও কোথাও তিনি নিজস্ব শব্দ সৃষ্টি করে নতুনত্ব এনেছেন। এই অধ্যায়ে আমরা সেই সমস্ত শব্দগুলি নিয়েই আলোচনা করব।

শেষের কবিতা

১. আলাপিতা (যে স্ত্রীলোকের সঙ্গে আলাপ আছে) / "যে কোন আলাপিতার সঙ্গে কথা বলে।"

২. বন্ধুনী - (বান্ধবী) / "ইংরেজ বন্ধুও বন্ধুনীদের মুখে তার উচ্চারণ দাঁড়িয়ে গেল।"

৩. ঠাট-ঠমকটা - (রীতি) / "আমার লেখার ঠাট ঠমকটা ওর চোখে খুব লেগেছে।"

৪. বেখাপ - (বেমানান) / "সামনে পিছনে পিঠে পেটে বেখাপ, চালটা নড়বড়ে।"

৫. ফ্যাশানদুরন্ত (Fashionable) / "একেবারে স্বর্গের ফ্যাশানদুরন্ত দেবতা।"

৬. ল্যাপ্‌টানো (আটকে থাকা) - "শাড়িটা পায়ে তীর্যগ ভঙ্গিতে আটকানো।"

৭. গম্যবিহীন - (লক্ষ্যহীন) / "সেইজন্যই গম্যবিহীন আলাপের পথে ওর দুঃসাহস।"

৮. আগ্নেয়তা - (দহন প্রবণতা) / "...দাহ্যবস্তু থাকলেও ওর তরফে আগ্নেয়তা নিরাপদে সুরক্ষিত।"

৯. হাজারক্রোশী (বহুদূরবিস্তৃত) / "...হাজার ক্রোশী খালের ধারে মুখোমুখি দেখা হয়।"

১০. গরঠিকানা (ঠিকানাহীন) / "...সে গরঠিকানা মেয়ে।"

১১. অবলাবান্ধব (নারী বন্ধু) / "...অবলাবান্ধব নিন্দা করেছিল।"

১২. ফজলিতর (ফজলি ছাড়া) / "...আনো ফজালিতর আম।"

১৩. 'শানিয়ে বলা' ...(আক্রমণের সুরে) / "তোমার মত শানিয়ে বলা কথা কনিয়ে রেখে দাও।"

১৪. দেওদার - (দেবদারু গাছ) / "...দেওদার গাছের ছাওয়ায় বই পড়ে।"

১৫. অনতিপক্ক (ডাঁসানো) / "চিবুক ঘিরে সুকুমার মুখের ডৌলটি একটি অনতিপক্ক ফলের মতো রমনীয়।"

১৬. যুগলচলন (একসাথে চলা) / "শুরু হল আমাদের যুগলচলন।"

১৭. পন্থী - (পথিক) / "আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী।"

১৮. কাপড়ঝাড়া - (পরীক্ষা অর্থে) / "তাঁকেও কাপড়ঝাড়া দিয়ে আসতে হত।"

১৯. অযত্নমান (অযত্নে ক্ষতিগ্রস্ত) / "অযত্নমান ফটোগ্রাফ"

২০. গ্রন্থব্যূহ - (গ্রন্থের প্রাচীর) / "একেবারে তার লাইব্রেরীর গ্রন্থবব্যূহভেদ করে।"

২১. সর্বাঙ্গ প্রবাহিত / "সর্ব গাছের সর্বাঙ্গ প্রবাহিত রসের মধ্যে ফুল ফোটাবার উত্তেজনার মধ্যে।"

২২. অরসিক (বেরসিক) / "এক কথায় তারা অরসিক।"

২৩. মুষ্টিভিখারি দলের (যারা মুষ্টি ভিক্ষা করে) / "একটা কাঠবিড়ালী নেমে এল। এই জীবটি লাবণ্যর মুষ্টি ভিখারিদলের।"

২৪. নিরাস্‌বাব (আসবাবহীন) / "আমার হল নিরাসবারের তপস্যা।"

২৫. 'মাসতুতো বাংলো' / "আমার কুটিরের নাম দেব 'মাসতুতো বাংলো'।

২৬. প্রাণসরোবর (উপমা অর্থে) / "এই যে আমি ক্রমাগতই কথা কয়ে যাচ্ছি। এ হচ্ছে ঐ পরিপূর্ণ প্রাণ সরোবরের তরঙ্গধ্বনি, একে থামায় কে।"

২৭. জীবিকাভাগ্য গগনে / "গভর্মেন্ট অপিসের কেরানীদের প্রধান আলোচ্য বিষয় - তাদের জীবিকা ভাগ্যগগনে।"

২৮. 'পুচ্ছমর্জন' / "তাই লিসি প্রায়ই প্রবলবেগে পুচ্ছমর্দন করে চলে যায়।"

২৯. নরেন মিটার / (নরেন মিত্র) "নরেন মিটার দীর্ঘকাল য়ুরোপে ছিলেন।"

৩০. দর্জিশালা - য়ুপের শ্রেষ্ঠ দর্জিশালা

৩১. ঘোড়দৌড়ীয় অপভাষা - 'এর উপরে, ঘোড়দৌড়ীয় অপভাষা।'

৩২. বৈবাহনের - বিবাহ সম্বন্ধে (বাহন দশার) "এবার বৈবাহনের দশম দশায় উত্তীর্ণ হবে।"

৩৩. প্রদোষান্ধকার ঃ (অন্ধকার যুক্ত) "একটা প্রদোষান্ধকার ঘনিয়ে রেখেছে।"

৩৪. সম্মার্জনপটু - (ঝাড়ুহস্তে) - "মেয়েদের সমার্জনপটু পক্ষপাত একসঙ্গেই করে থাকবেন।"

৩৫. চোখ-ঠারাঠারি - (ইসারা) "চোখ ঠারাঠারি হয়ে গেল।"

৩৬. আড়হাসির রেখা - (ব্যঙ্গার্থক হাসি) "মুখে পড়ল একটা আড় হাসির রেখা।"

৩৭. মুগ্ধনয়নাবিহারিনী (আকর্ষণীয়) - "সমস্ত রাগটা পড়ে পুরুষদের মুগ্ধনয়নবিহারিনী মেকি এঞ্জেলদের পরে।"

৩৮. অহিংস্র গর্জন নীতি (বীরেরভাব দেখানো) - "কিঞ্চিত দূরে থেকে অহিংস্রগর্জননীতিই নিরাপদ বীরত্ব প্রকাশের উপায়।"

৩৯. নিরবকাশ (অবকাশহীন) "এমনি করে কিছুকাল নিরবকাশব্রত উপবাসের মধ্যে পঞ্জিকার শিকলি বাধা দিনগুলো কোনমতে কেটে গেল।"

৪০. নীলরক্তবান ঃ "ইংলণ্ডের অনেক নীলরক্তবান আমীরদের কণ্ঠস্বরে এই রকম গদ্‌গদ্ জড়িমা।"

৪১. পাশ্চাত্যিকতা ঃ "যেন তাদের হাল পাশ্চাত্যিকতায় যাদের ভ্রুতেটুকু কুঞ্চিত হবে তাদের মুখের উপরও তুড়ি মারতে প্রস্তুত।"

চার অধ্যায়

১. কটকেনা (অবিচার অর্থে) "ছোঁয়াছুয়ি নাওয়া খাওয়া নিয়ে কটকেনা মেয়েদের উপর কেন পেয়ে বসে।"

২. কলিকালোচিত (কলিকালসুলভ) ঃ "মেয়ের ব্যবহারে কলিকালোচিত স্বাতন্ত্র্যের দুলক্ষণ দেখে।"

৩. জেননা (পর্দা) - "অজানা জেনানা খাড়া করে তুললে।"

৪. 'সংসারকানা' - (সাংসারিক বুদ্ধিহীন) "পুরুষেরা যে সংসারকানা।"

৫. হিস্টিরিয়ার হাসি (পাগলামি) - "হিস্টিরিয়ার হাসি, সে রাত্তিরে তার ঘুম হয়নি।"

৬. মাথাপোকা মানুষ, "সাড়া পেলেই খাতাপত্র ফেলে আড়াল থেকে ওর কথা শুনতে আসি।"

৭. বৃষভের পুষ্যি বাছুর - "আওয়াজে বোঝা যায় জন বৃষভেরই পুষ্যি বাছুর।"

৮. ফুলস্টীম - "ওদের উপর যতটা রাগ করলে ফুলস্টীম কমিয়ে তোলা যায়।"

৯. আপাদ্ধর্ম - (স্বধর্ম) "আরো দুটো আছে আপর্দ্ধমের জন্য ভাঁজ করা।"

১০. আঘাটা - (ঘাটহীন) - "খেয়াতরী এতো বড়ো আঘাটায় পৌঁছে দিত না।"

১১. স্ত্রীর-খোকা - (স্ত্রীর অন্ধ অনুগামী) - "যখন তখন তারা স্ত্রীর খোকা হয়ে ওঠে।"

১২. মাতৃহত্যা পাতকী - (মাতৃহত্যাকারিনী) - "মাতৃ হত্যা পাতকীরর ভুত আশ্রয় নিয়েছে বলে জনপ্রবাদ।"

১৩. পুলিশের পাঁশতলা (পুলিশের জেল হাজত) - "আমার বিশ্বাস আমাদের দলের যারা আপনি ঝরে পড়ে, ইন্দ্রনাথ আমার মতোই তাদের ঝেঁটিয়ে ফেলে পুলিশের পাঁশতলায়।"

১৪. কানাকানি বিভাগ ঃ "(গোয়েন্দা বিভাগ) বটুই প্রথম থাথার কানাকানি বিভাগকে জানিয়েছে।"

১৫. ফুলফুলুরি ঃ "(—) আমার সাহায্য চায় ফুলফুলুরি এনে দেয়।"

১৬. ভুজমৃণাল (হাতের গুন) - "বলে কিনা ভুজমৃণালের জোরে তুমি আমাকে পথে বের করেছ।"

১৭. 'নিদেন কালের ভাষা' - (ইদানিং কালের) "ওটা আমার নিদেনকালের ভাষা।"

১৮. স্বদেশী-দিদিবৃত্তি (স্বদেশীযুগের মহিলানেতৃ অর্থে) - "একেবারে আদর্শ স্বদেশী দিদিবৃত্তি।"

১৯. নাচনওয়ালা - (যে নাচায়) - "নাচনওয়ালা যেই একটু আলগা দেয়, বাতিল হয়ে যায় হাজার হাজার পুতুল মানুষ।"

২০. বদনামি - (যার বদনাম আছে) পোলিটিক্যাল বদনামির তাঁর কদাচিৎ দেখা সাক্ষাৎ হয়েছিল।

যোগাযোগ

১. কন্যাদায়িক (কন্যা দায়গ্রস্ত) - "কন্যাদায়িকেরা মধুকে উৎসাহ দিতে ত্রুটি করে না।"

২. দুরস্তাং ঃ (দুরে থাকে) ঃ "আমি হলে বাজি জেতা দুরন্তাং ঘোড়াটাং ছিটকে এসে আমার পেটে লাথি মেরে যেত।"

৩. দুর্দৃশ্য (দুরের দৃশ্য) ঃ "অন্য দিকটা দুর্গম, দুদৃশ্য এবং জমাট বরফ নিশ্চলতার দুর্ভেদ্য।"

৪. ধৈর্যগম্ভীর (ধৈর্যগম্ভীর) "তার অমন ধৈর্য গম্ভীর আত্মসমাহিত দাদার মধ্যে কোথা থেকে যেন বালকের ভাব এল।"

৫. নিঃশ্বসিত (শ্বাস প্রশ্বাস) ঃ "আজ থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মনের গভীর আকাঙ্খা কি ওই ধারায় কুন্ডলীর মতোই কেবল সঙ্গীহীন নিঃশ্বসিত হয়ে উঠবে?"

ঘরে বাইরে

১. নিকড়িয়া - (নির্ধন) "আমার নিকড়িয়া রসের রসিক কানন ঘুরে ঘুরে।"

স্বাভাবিকভাবেই এই অধ্যায়ের উপযোগিতার কথা বলতে হয় এটি বাংলা ভাষার বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে নতুনত্ব এনেছেন তা আলোচনা করা। এই অধ্যায়ে (শব্দার্থতত্ত্ব) রবীন্দ্রনাথের শব্দপ্রয়োগের নতুনত্ব ধরা পড়েছে। এই শব্দগুলি রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য কোন লেখক ব্যবহার করেছেন কিনা সেটা গবেষণার বিষয়। এই শব্দগুলির ব্যবহার নেই বললেই চলে। কথ্য বাংলায় এই শব্দের ব্যবহার নেই, রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট এই শব্দগুলি বাংলা ভাষার বিরল ব্যবহৃত শব্দ হিসাবে বাংলা ভাষার ইতিহাসে স্থান পাবার যোগ্য। যে ভাষার উৎস কখনও হিন্দি যেমন দেওদার, আবার কখনও ইংরাজী Intellegence Branch থেকে বাংলায় কানাকানি বিভাগ, আবার পুলিশের পাশতলা, ইংরাজী (বিদেশী শব্দ ও দেশী মূলের যোগ্য আবার সংস্কৃত থেকেও যেমন নিকড়িয়া আবার পথিক থেকে পন্থী শব্দ রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব উদ্ভাবন। এখানে খুঁজে পাই রবীন্দ্রনাথের মতো একজন নিপুণ শব্দসৃষ্টাকে। বাংলা ভাষা সম্পর্কে তাঁর চিন্তার প্রকাশ দেখলে আমাদের আশ্চর্য হতে হয়। বিচিত্ররূপের সমাবেশ ঘটিয়ে তিনি বাংলা ভাষাকে ঋদ্ধ করেছেন।

গ্রন্থসূত্র

১। বিশ্বাস বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ১৯৭১, রবীন্দ্র শব্দকোষ, কলকাতা, দি ওয়ার্ল্ড প্রেস, পৃ. ২

২। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ১৯৮৯, শব্দতত্ত্ব, রবীন্দ্র রচনাবলী দশম খন্ড, কলকাতা, পঃ বঙ্গ সরকার, পৃ. ৭৮৯